দর্শনায় ছাত্রদল-যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় আওয়ামী যুবলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে দর্শনা পৌর ও থানা ছাত্রদল-যুবদলের নেতাকর্মীরা।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন ও নাহারুল ইসলাম মাস্টারের নেতৃত্বে এ বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা যুবদলের নেতা আরাফাত হোসেন। এতে বক্তব্য দেন দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলী, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক লুৎফর রহমান, ইকবাল হোসেন ও নাহারুল ইসলাম মাস্টার।

বক্তারা বলেন, গত মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে আওয়ামী যুবলীগের কর্মীরা দর্শনা দুধপাতিলা বিল সড়কে মশাল মিছিল করেন। এর প্রতিবাদে দর্শনা থানা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করেন।

বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভায় ছাত্রদল, যুবদলসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়

বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে জেলা, উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপির বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। এ সময় নেতাকর্মীদের বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহরের প্রধান সড়কগুলো।

র্যালির আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ‘আপনাদের লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ আপনারা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বসবাস করছেন। বিএনপির জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দিনেই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।’

জননেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের বিএনপির প্রতি অনেক প্রত্যাশা রয়েছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের মানুষ বিএনপির ওপর আস্থা রাখে।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘৪৮ বছর আগে বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন দেশে বিচার ও আইনের শাসন ছিল না, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। বর্তমানে বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল।’

তিনি বলেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএনপি কাজ করছে।

কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বেতন এবং খাল খননসহ ৩১ দফার কর্মসূচি তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাস্তবায়ন করা হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রুমানা আহাম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক শাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা বিএনপির জাসাস সদস্যসচিব এ. বাকা বিল্লাহসহ বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

জেলা, উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে র্যালিটি শহরে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

# [redacted]

[redacted]

আওয়ামী লীগকে ফেরাতে লংমার্চের ঘোষণা দিয়েছে জামায়াত-এনসিপি

জামায়াত ও এনসিপি মিলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান বলেন, আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে ফেরার ঘোষণা ও জামায়াত-এনসিপির লংমার্চের ঘোষণা সেই চক্রান্তের অংশ।

জামায়াত ১৯৯৬ সালের মতো আবারও আওয়ামী লীগ কে সাথে নিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে মাঠে নামার ষড়যন্ত্র করছে। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে ফেরাতে তারা এই অপচেষ্টা শুরু করেছে।

মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহে বিএনপির ৪৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত র্যালি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাশেদ খান এসব কথা বলেন।

সাম্প্রতিক আলোচিত ‘মক্কা সামরিক চুক্তি’ প্রসঙ্গে রাশেদ খান বলেন, এনসিপির প্রধান নাহিদ ইসলাম মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগদান প্রসঙ্গে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। জামায়াত সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও মক্কা চুক্তির বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। দেশের জনগণের বৃহৎ অংশ এই চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগদান বিষয়ে ইতিবাচক। দেশের সার্বভৌমত্ব, কূটনৈতিক পলিসি, সার্বিক নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয় মাথায় রেখে মক্কা চুক্তিতে যোগদান বিষয়ে সরকার সবকিছু বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবে।

ডাকসু জিএস হিসেবে নিজের পদ ফিরে পাওয়ায় রাশেদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ওই সময় ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে নুরুল হক নুর ও জিএস পদে আমি জয়লাভ করেছিলাম। কিন্তু ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের ইশারায় সেদিন আমাকে পরাজিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আমাকে জিএস পদ ফিরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভোটাধিকারকে সম্মান জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীরা ও তাদের

সমর্থকরা স্থানীয় নির্বাচনের আগে দলে ফিরতে পারবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে রাশেদ খান বলেন, জাতীয় নির্বাচনে যেসব দলীয় নেতাকর্মী ভুল করে দলের বিরুদ্ধে ভোট করেছিল, তারা ভুল স্বীকার করে ফিরতে চাইলে সেটি দলীয় হাইকমান্ড বিবেচনা করবে। তবে যারা বিদ্রোহী প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিল, দলীয় প্রার্থীকে হারানোর জন্য মাঠে ছিল, তাদের বিষয়ে দল এখনো কোনো চিন্তা ভাবনা করেনি।

এর আগে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র্যালিতে জেলা বিএনপির সভাপতি এমএ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব রনক, ইবি ছাত্রদলের সাবেক আহ্বয়াক সাহেদ আহম্মেদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইমরান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রাসেল সহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌর জাসাসের উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর জাসাসের উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার পৌর এলাকার যাদবপুর ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক এস এম মকিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব। এ ছাড়া জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ. বাকী বিল্লাহ, বিএনপি নেতা শাহিনুর রহমানসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন বক্তারা। পরে উপস্থিত নেতাকর্মীরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে চারা বিতরণ করেন।

গাংনীতে বিএনপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামে বিএনপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকাল ৮ টায় উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেনের বাড়ির পাশ থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমার সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করা হয়।

আবুল হোসেন জানিয়েছেন, কে বা কারা রাতের আঁধারে তার বাড়ির পাশে লাল টিপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সদৃশ বস্তু রেখে যায়।

সকালে স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়া হলে সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, বোমা সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করা হয়েছে আর এ ঘটনার সাথে কারা জড়িত কি কারনে রাখা হয়েছে এগুলি তদন্ত করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে বিএনপির বৃক্ষরোপণ ও দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে তার রুহের মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। পরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনীতে পৌর ও উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন মরহুম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বাদ আসর উপজেলা ও পৌর বিএনপি কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ

হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলাম, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমত আরা, সাবেক কাউন্সিলর নাসিরুদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইউসুফ আলী, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসানুল হক সুমন এবং গাংনী ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম।

এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেন, দলের দুঃসময়ে প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে হত্যা করার পর খালেদা জিয়া একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে দেশের ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দলের ও দেশের কঠিন সময়ে তিনি দলকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং দেশের বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় কাজ করেছেন।

তিনি দলের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির সমালোচনা করে তিনি নেতাকর্মীদের বিভিন্ন অপপ্রচারের বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন।

মেহেরপুর হাসপাতালে আকষ্মিক

পরিদর্শনে এমপি, বিএনপি-জামায়াতের উত্তেজনা

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খান। এ সময় বিএনপির এক কর্মীকে দেখে জামায়াতের নেতাকর্মীরা দালাল বলে চিহ্নিত করলে বিএনপি-জামায়াতের হট্টগোল ও উত্তেজনা বেঁধে যায়।

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনে এ ঘটনা ঘটে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়ম ও আউটসোর্সিং কর্মীদের বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে সংসদ সদস্য পরিচয়পত্র ও নিয়োগসংক্রান্ত তথ্য জানতে চান। এ সময় উপস্থিত বিএনপির এক পক্ষের নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজনের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছাত্রদলের এক কর্মীকে থাপ্পড় দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিরাপত্তার স্বার্থে সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। এদিকে ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা হাসপাতাল গেটে অবস্থান নিয়ে জামায়াতবিরোধী স্লোগান দেন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, এমপি সাহেব হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শনে যান। সেখানে আমাদের নেতাকর্মীরাও ছিলেন। এ সময় একজন দালালকে চিহ্নিত করে তাকে এখানে কে রেখেছে জানতে চাইলে তারা দলবেঁধে এসে হট্টগোল সৃষ্টি করে।

এদিকে, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি সানি আহমেদ জানান, রবি নামের আমাদের এক কর্মীকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন লিফটের ওখানে। জামায়াতের কর্মীরা তাকে দেখে মারধর করলে সেখানে হট্টগোল সৃষ্টি হয়।

সদর উপজেলা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান অভিযোগ

করেন, হাসপাতালের বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অবৈধ আখ্যা দিয়ে সংসদ সদস্যের সঙ্গে থাকা লোকজন তাদের মারধর করেছেন। তিনি এ ঘটনার নিন্দা জানান।

অন্যদিকে, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন দাবি করেন, হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় অতিরিক্ত আউটসোর্সিং কর্মীদের বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রদলের এক কর্মী অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। পরে দেহরক্ষীর সঙ্গে ওই কর্মীর সংঘর্ষের জেরে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা হামলার চেষ্টা চালান।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সংসদ সদস্যকে নিরাপদে তাঁর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে পৌঁছে দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডা. ফজলুর রহমান বলেন, এমপি সাহেব হাসপাতালে ভিজিটে এসেছিলেন। নতুন ভবনের প্যাথলজিতে গিয়ে ওখানে নতুন কিছু স্বেচ্ছাসেবক দেখেছেন, যাদের এখনো আইডি কার্ড দেওয়া হয়নি। তাঁর সঙ্গে তাঁর কিছু নেতাকর্মীও ছিল। তারা দালাল মনে করে কিছু কথা বলেছেন। পরে উভয় পক্ষের লোকজনের সঙ্গে একটু হট্টগোল হয়েছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির র্যালি

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর কলেজ মোড় এলাকা থেকে র্যালিটি শুরু হয়। র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ওয়াবদার মোড়ে

গিয়ে শেষ হয়।

জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে র্যালিতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. এহান উদ্দিন মনা, বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এর আগে কলেজ মোড় এলাকায় আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তাঁরা ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান।